স্বৈরাচারী আওয়ামী সরকারের দুঃশাসন বিরোধী কবিতা ও ছড়া

দুঃশাসনের রক্তপান

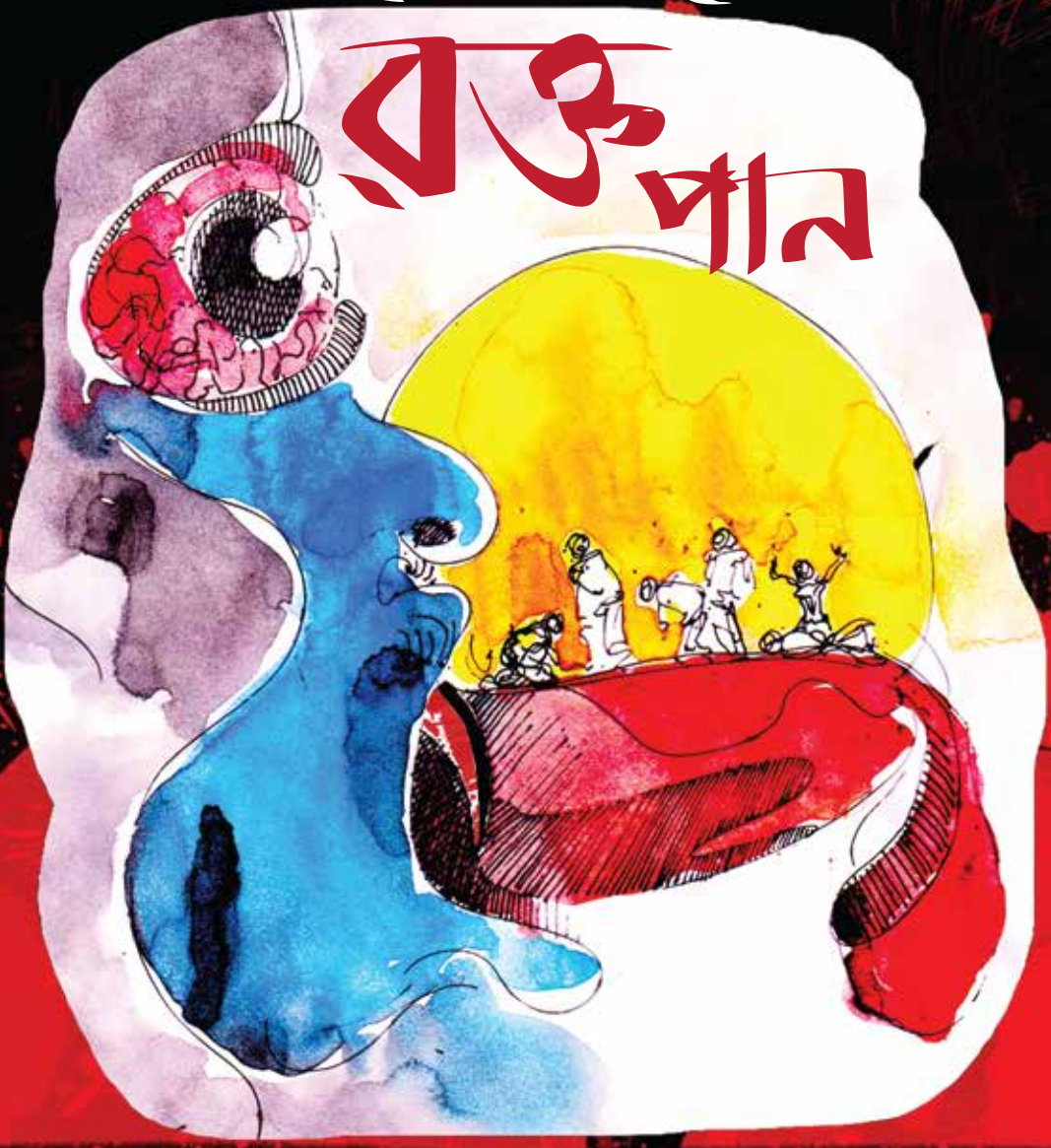

দুঃশাসন বিরোধী কাব্যমঞ্চ

সূচিপত্র

দুঃশাসনের রক্ত পান	০৩
এই আওয়ামী লীগ আর না	০৪
দুঃশাসনের ভীত ভাঙ্গিয়ে দাও	০৭
প্রতিবাদ দরকার	০৮
সময়	০৯
কালা কোটের দিন	১০
মৃত্যুঞ্জয়	১১
রুখে দাড়াও	১২
তলাবিহীন দেশ	১৩
এবার হবে যুদ্ধ	১৫
গুম	১৬
মুক্তির পতাকা	১৭
স্বৈরাচার গেলো কৈ	২০

দুঃশাসনের রক্ত পান

কাজী নজরুল ইসলাম

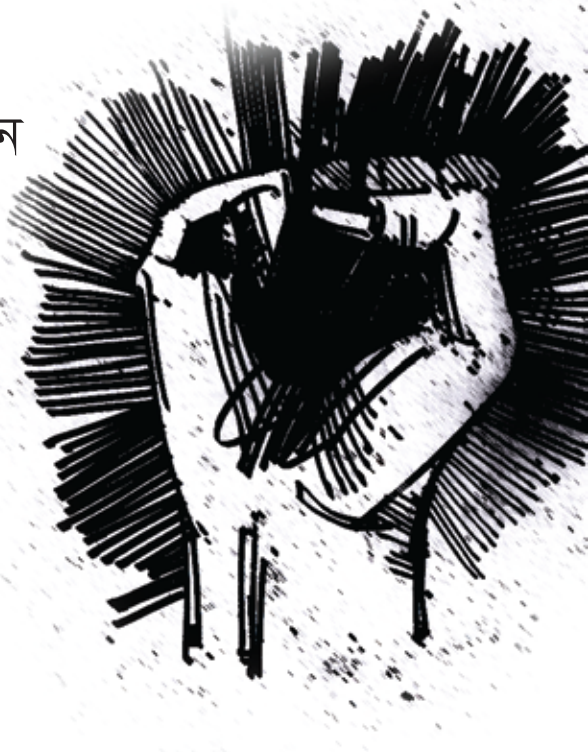

বল রে বন্য হিংস্র বীর,
দুঃশাসনের চাই রুধির।
চাই রুধির রক্ত চাই,
ঘোষো দিকে দিকে এই কথাই
দুঃশাসনের রক্ত চাই!
দুঃশাসনের রক্ত চাই!!

অত্যাচারী সে দুঃশাসন
চাই খুন তার চাই শাসন,
হাঁটু গেড়ে তার বুকে বসি
ঘাড় ভেঙে তার খুন শোষি।
আয় ভীম আয় হিংস্র বীর,
কর অ-কণ্ঠ পান রুধির।
ওরে এ যে সেই দুঃশাসন
দিল শত বীরে নির্বাসন,
কচি শিশু বেঁধে বেত্রাঘাত
করেছে রে এই ক্রূর স্যাঙাত।
মা-বোনেদের হরেছে লাজ
দিনের আলোকে এই পিশাচ।
বুক ফেটে চোখে জল আসে,
তারে ক্ষমা করা? ভীরুতা সে!
হিংসাশী মোরা মাংসাশী,
ভণ্ডামি ভালবাসাবাসি!
শত্রুরে পেলে নিকটে ভাই
কাঁচা কলিজাটা চিবিয়ে খাই!
মারি লাথি তার মড়া মুখে,
তাতা-থৈ নাচি ভীম সুখে।

নহি মোরা ভীরু সংসারী,
বাঁধি না আমরা ঘরবাড়ি।
দিয়াছি তোদের ঘরের সুখ,
আঘাতের তরে মোদের বুক।
যাহাদের তরে মোরা চাঁড়াল
তাহারাই আজি পাড়িছে গা'ল!
তাহাদের তরে সন্ধ্যা-দীপ.
আমাদের আন্দামান-দ্বীপ!
তাহাদের তরে প্রিয়ার বুক
আমাদের তরে ভীম চাবুক।
তাহাদের ভালবাসাবাসি,
আমাদের তরে নীল ফাঁসি।
বরিছে তাদের বাজিয়া শাঁখ,
মোদের মরণে নিনাদে ঢাক।

এই আওয়ামী লীগ আর না

প্রহরী খাঁ

আরে লাল সবুজের বাংলাদেশে, ভোট দিবো এবার ধানের শীষে,
এই আওয়ামী লীগ আর না, আর না আর না।।

আরে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, মানুষ কাঁদে বুক ফাটিয়া,
এই আওয়ামী লীগ আর না, আর না আর না।।

আরে এই আওয়ামী লীগের অনেক গুন, ধর্মের নামে মানুষ খুন
এই আওয়ামী লীগ আর না, আর না আর না।।

আরে শেখের বেটি স্বৈরাচারী, গনতন্ত্রের হত্যাকারী
এই আওয়ামী লীগ আর না, আর না আর না।।

আরে চোর গুন্ডায় দেশ চালায়, নাগরিক আজ বুটের তলায়
এই আওয়ামী লীগ আর না, আর না আর না।।

আরে এই আওয়ামী লীগের বিচিত্র গুন, ঘরে ঘরে গুম আর খুন
এই আওয়ামীলীগ আর না, আর না আর না।।

আরে সংখ্যালঘু নির্যাতন, আওয়ামী লীগের বড় গুন,
এই আওয়ামী লীগ আর না, আর না আর না।।

আরে গলাবাজি চালিয়ে যাও, ছাত্র আন্দোলনে গুলি চালাও
এই আওয়ামী লীগ আর না, আর না আর না।।

আরে দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতি, জণগনের পেটে লাথি
এই আওয়ামী লীগ আর না, আর না আর না।।

আরে পথচারীর দু:খ-কষ্ট, যোগাযোগ মন্ত্রী ফাটাকেষ্ট,
এই আওয়ামী লীগ আর না, আর না আর না।।

আরে পরীক্ষার আগে প্রশ্ন ফাঁস, শিক্ষার ব্যবস্থার সর্বনাশ
এই আওয়ামী লীগ আর না, আর না আর না।।

আরে রাবিশ খবিস আবুল মাল, ব্যাংক লুটে হইছে লাল
এই আওয়ামী লীগ আর না, আর না আর না।।

আরে আরে উন্নয়নের একিহাল, রাস্তার উপর নৌকার পাল
এই আওয়ামী লীগ আর না, আর না আর না।।

আরে শেয়ার বাজার বাংলাদেশ, লুটে পুটে করলো শেষ,
এই আওয়ামী লীগ আর না, আর না আর না।।

আরে সুরঞ্জিতের কালো বিড়াল, পদ্মা সেতু লুটের মাল,
এই আওয়ামী লীগ আর না, আর না আর না।।

আরে সুন্দরবনের পরিবেশ, রামপাল বিদ্যুৎ করলো শেষ
এই আওয়ামী লীগ আর না, আর না আর না।।

আরে কৃষক পায়না ন্যায্য মূল্য, সার কীটনাশকের উর্ধ্ব মূল্য,
এই আওয়ামী লীগ আর না, আর না আর না।।

আরে খুন-ধর্ষণের হইছে বান, আওয়ামী লীগের অবদান
এই আওয়ামী লীগ আর না, আর না আর না।।

আরে দশ টাকা সের চাল কই? ঘরে ঘরে চাকরি কই?
এই আওয়ামী লীগ আর না, আর না আর না।।

আরে আলেম-ওলামা বন্দি, ইসলাম ধ্বংশের ফন্দি,

এই আওয়ামী লীগ আর না, আর না আর না।।

আরে শাপলা চত্ত্বরের শোক ভুলিনি, খুনি হাসিনা কওমী জননী,
এই আওয়ামী লীগ আর না, আর না আর না।।

আরে স্বৈরাচারি হাসিনা, রক্ত ছাড়া বাঁচে না
এই আওয়ামী লীগ আর না, আর না আর না।।

আরে রিমান্ড, ফাঁসি, গ্রেফতার, আওয়ামী লীগের সুবিচার,
এই আওয়ামী লীগ আর না, আর না আর না।।

আরে সুশাসন আজ নির্বাসনে, মরছে মানুষ বিচার বিনে,
এই আওয়ামী লীগ আর না, আর না আর না।।

আরে মানবতার কণ্ঠরোধ, মিডিয়া বন্ধে মহাজোট,
এই আওয়ামী লীগ আর না, আর না আর না।।

আরে আওয়ামী লীগের দলীয় করণ, মেধাবীদের অধিকার হরণ,
এই আওয়ামী লীগ আর না, আর না আর না।।

আরে দেশের মালিক জনতা, দেশটা কারো বাপের না,
এই আওয়ামী লীগ আর না, আর না আর না।।

আরে মানুষের অধিকার নাই, বাংলাদেশে গণতন্ত্র নাই,
এই আওয়ামী লীগ আর না, আর না আর না।।

আরে মুক্তিযোদ্ধার নাম ভাঙ্গিয়ে, স্বাধীনতার নাম ভাঙ্গিয়ে,
এই আওয়ামী লীগ আর না, আর না আর না।।

আরে মানুষ মরছে নৌকার বিষে, মুক্তি এবার ধানের শীষে,
এই আওয়ামী লীগ আর না, আর না আর না।।

দুঃশাসনের ভীত ভাঙ্গিয়ে দাও

আহমদ মুসা

ওঠো দেশের নওজোয়ান জনতাকে জাগিয়ে দাও
স্বৈরাচারির মসনদে ত্রাসের কাঁপন লাগিয়ে দাও
গনতন্ত্র, দেশ বাঁচাতে নিজেকে করো উৎসর্গ
গ্রেনেড-বুলেটের মুখে আতংকের ভয় ভাঙ্গিয়ে দাও।।
ঐ দেখ উড়ছে বিজয় কেতন বাংলার আকাশে
বাকশালীদের চিহ্ন মুছে দাও, দুঃশাসনের ভীত ভাঙ্গিয়ে দাও।।
গুম, খুন, নারী ধর্ষণে যে দেশের নাগরিক পায়না বিচার
সে দেশের পক্ষপাতদুষ্ট বিচারালায়ে তালা ঝুলিয়ে দাও।।
নাগরিক পায় না যে দেশে নিজের অধিকার
সে দেশের সব শাসক আস্তানায় আগুন লাগিয়ে দাও।।
শাসক আর নাগরিকের মাঝে কেন এত আড়াল?
সময় এসেছে আজ, স্বৈরাচারি হাসিনাকে ব্যালট বিপ্লবে হারিয়ে দাও।।

প্রতিবাদ দরকার

জামিল সৈয়দ

প্রতিবাদ! প্রতিবাদ! প্রতিবাদ-ই দরকার
প্রতিবাদ-ই ভেঙে দেবে বাকশালী সরকার।

তুমি কেন ঘরে বসে? এসো আজ সঙ্গে
খুন গুম রাহাজানি ছড়িয়েছে বঙ্গে।

যেখানেই টেন্ডার, পৌঁছবে ঠিক
এরাই তো আজকের চাপাতিয়া লীগ।

ছড়া দিয়ে কড়া মুখে প্রতিবাদ লিখে
পতনের ডাক তোল আজ দিকে দিকে।

খুনে রাঙা পথ ধরে চলেছি গো আমরা
প্রতিবাদই ছাড়াবেই বাকশালী চামড়া।

সময়

সনাতন ওঝা

তিরিশ তারিখ নির্বাচনে
ওদের মুখে মুতে দাও
লগি বৈঠার ধ্বজাধারী
সব শালাকে পুঁতে দাও।

এদেশে থেকে মুছে ফেলো
জঘন্য বাকশালী ছাপ-
বাঙালীদের বুকের ছাতি
ইঞ্চিতে নয় বিঘার মাপ।

গুম গুলি খুন নির্যাতনে
মরবে কত জাতি আর
সময় এখন হাতে নেবার
পঁচাত্তরের হাতিয়ার।

কালা কোটের দিন

তরুণ কুমার

কালা কোটের দিন ফুরালো
কালা কোটের দিন,
পকেট ভারি চ্যামচা চেলার
মোদের বাড়ে ঋণ।

ভোটের আগে ঘোষণা দেয়
দশ টাকা সের চাল
ভোট ফুরালে উল্টো ঝারি
ভোটার চ্যাটের বাল।

আমরা যারা আমজনতা
বলছি এবার সাফ,
বাপের দোহাই আর হবেনা
পাবিনা তুই মাফ।

সময় আছে গদি ছেড়ে
ইন্ডিয়া দে' পাড়ি,
আমজনতা চেনাবে তোর
কোনটা দাদার বাড়ি।

মৃত্যুঞ্জয়

অনন্ত অনল

দারুণ বর্ষণে ভিজে গেছে সব
ভিজে গেছে তাবৎ সাহস
বৃষ্টিসিক্ত সমস্ত বারুদ
সেই কবে নিভে গেছে বাতিঘর-

মানুষের ভেতরের সূর্য
ঘরবাড়ি ইঁদুরের মাটিতোলা ঢিবি
নিরাপদ গর্তে আমাদের বাস
বলতে পারে না কেউ
কবে হবে জীবনের চাষ

এইভাবে আর কত নিশিদিন চলতে থাকবে?
মৃত্যুর আবাদ কখনও চলতে পারে না বারমাস

বারুদ ভিজেছে- চিন্তা নাই
চলো রোদে রোদে মেলে দিই
সাহস ভিজেছে- ভয় নাই
চলো পথে পথে জ্বেলে দিই

যেভাবে মজনু শাহ্ ডানা ঝাপটায় বোধের আকাশে
যেভাবে সালাম মতিউর মৃত্যুঞ্জয় হয়ে আছে ইতিহাসে।

রুখে দাড়াও

আদম অংকুর

মরণ কামড় দিচ্ছে ওরা
বাংলাদেশের বুকে
আঘাত করো আঘাত করো
দানবগুলার মুখে।

রুখে দাড়াও এক সাথে আজ
সবার এখন একটাই কাজ
বাকশালীদের দাও তাড়িয়ে
গর্তেতে যাক ঢুকে।।

মানবজাতির শত্রু ওরা
জনগণের দুশমন
ভোটাধিকার করতে প্রয়োগ
রাখুন সবে হুঁশ মন।

ধানের শীষে ভোট দিব ভাই
মানব না আর ধানাই পানাই
আওয়ামীদের জাহেলিয়াত
যাবেই এবার চুকে।।

তলাবিহীন দেশ

অদ্বৈত সানি

জয় বাংলা জয় বাংলা
শান্তি সুখে নয় বাংলা
নয় তো মানুষ সুখে-
উন্নয়নের চাপার জোরে
শেখ হাসিনা আপার জোরে
কাঁদছে মানুষ দুখে।

লুট হয়েছে ব্যাংকের টাকা
কিস্তি ঋণে ব্যবসা ফাঁকা
ঘরে বাইরে আহাজারি
আইন কানুন বাড়াবাড়ি
তবু-
দেখছে সবই প্রভু।

ভালো মানুষ গুম হয়ে যায়
কবর এখন রুম হয়ে যায়
ঘর হয়ে যায় জেল
দেশটা জুড়ে চলছে তবু
র'য়ের আজব খেল।

টুপি দাড়ির লোকগুলো সবকরছে পুলিশ আটক
দশ টাকার চাল,আশি হলোদেখছি শুধু নাটক।

ভোটারবিহীন পাঁচটি বছরকরলো দেখি পার
বাকশালীরা চায় যে কেবলক্ষমতা আবার।

কথায় কথায় গণতন্ত্রডিজিটালের বুলি
মিছিল মিটিং বন্ধ করে চালায় বুকে গুলি।

কালো কালো আইন করে মারছো অনেক নেতা
দু'নম্বরি ফন্দি এঁটেইলেকশনে জেতা।

অভিজিৎ আর বিশ্বজিতেরহয়নি তো আর বিচার
পেপার জুড়ে রঙিন পাতায়দেখছি অনেক ফিচার।

পল্টনেতে লগি বৈঠায়করছে মানুষ খুন
মানুষ মারার আজব খেলাএই তো আসল গুন।

পিলখানাতে পঞ্চাশ অধিকমারছে বি ডি আর
দেশের মানুষ কেঁদে কেঁদেদেখছে সিডি তার।

সোনালী ব্যাংক, বেসিক ব্যাংকসব করেছে ফাঁকা
দুখে দুখে মতিঝিলেকাক ডেকেছে কা-কা।

গাড়ি চাপায় মরছে ছাত্রীমরছে আরও ছাত্র
দুঃশাসনে বন্ধ হয়নিতবু ওদের গাত্র।

কোটা আন্দোলন ছাত্র জনতার মিছিল
রক্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়হলো তবু পিছিল।

শেয়ার বাজার ধংস করেলুট করে নেয় টাকা
কে নিয়েছে কে নিয়েছেরেহানা সালমান কাকা।

বাংলাদেশী ব্যাংক থেকেকে নিয়ে যায় সোনা
কত আনা কত ভরিহয়নি তো আর গোনা।

রাবিশ রাবিশ অর্থমন্ত্রীরটাকলু মাথার টাকে
ক্ষুধার জ্বালায় বসলো এসেগোপালগঞ্জের কাকে।

কাক বসে কয় টাকলু দাদাকরলে সবই চুরি
সোনার বাংলা দে বানিয়েতলাবিহীন ঝুড়ি।

এবার হবে যুদ্ধ

মেহেরুল্লাহ মুনির

ইয়াজিদের চ্যালা তুমি
আজাজিলের বাধ্য,
আমার ভায়ের বুকে গুলি
এই তো তোমার সাধ্য।

জুলুম-পীড়ন সইবো না আর
আমরা এখন ক্রুদ্ধ
জালেম তোমার সটকে পড়ার
সকল দুয়ার রুদ্ধ।

আজ জেগেছে বীর জনতা
ন্যায় সততার পক্ষে
যতই লাফাও নেইকো এবার
চোর-ডাকাতের রক্ষে।

আগুন আগুন জ্বলবে আগুন
এবার হবে যুদ্ধ
উপড়ে নেবো স্বৈরাচারের
জটা শেকড় সুদ্ধ।

[illegible] বলে কাস্টডিতে
[illegible]তে পারে, খাতায় নেই
[illegible] পেতেও পারো
[illegible] দেখা, রাজকপাল সেই!
[illegible] বাদে আইন-সাধক
বলবো হেসে চমৎকার-
'গুম-না ওটা, নিখোঁজ হবে'
এই ইস্যুতে অমত কার!?

নালায়-ডোবায় খোঁজ করো ভাই
থানায় কেনো মুখ দেখাও?
দুদিন বাদে গুমের খাতায়
আপনি যেচে নাম লেখাও!

গুম

হাবীব

নগরবাড়ি ঘুমিয়ে আছে
গাঁও গেরামে শান্তি নেই,
গুম হয়েছে কার বাপে কার
পোলায় সে বিভ্রান্তিতেই
কাটছে সময় এখন সবার;
গুম হয়েছে রাতের ঘুম,
অথচ ঠিক নিয়মমাফিক
চলছে নাকি এ মৌসুম!!

গুম হয়ে যায় হঠাৎ স্বামী
বাচ্চা কোলে ঘুরছে বউ,
কোর্ট-কাচারি মোড়ল বলে-
সত্য এসব নয় আদৌ!!
সত্যটা কি জানতে গিয়ে
গুম হয়ে যায় সাংবাদিক,
র‍্যাবের কালো ছায়ার তলে
চলছে নাটক সাংঘাতিক!?

মুক্তির পতাকা
নির্ঝর আহমেদ প্লাবন

যারা জীবন দিয়েছো
যৌবন দিয়েছো
দিয়েছো টকটকে লাল খুন
বুকে ধারণ করেছো
শত্রুর ছোঁড়া বিষাক্ত বান তূণ
নুন-ভাত খেয়ে যারা
করেছো শত্রুর সাথে বাস
আকাশ সাক্ষী, বাতাস সাক্ষী
তোমরাই গড়েছো সভ্যতার নতুন ইতিহাস
যারা ভাই হারিয়েছো
বোন হারিয়েছো
হারিয়েছো বাবা
হারিয়েছো স্বামী
মনে রেখো তোমরাই জগতে সবার চেয়ে দামি ।
এরপর এখানেই যদি থামো
তবে ব্যর্থ হয়ে যাবে শাপলা চত্তরের অফুরান রক্ত
ব্যর্থ হয়ে যাবে আটাশে অক্টোবরের লোহুর দরিয়া
ব্যর্থ হয়ে যাবে শহিদের আত্মদান
ব্যর্থ হয়ে যাবে অগনিত লাশের মিছিল।

শত শত শহিদের রক্তের নহর
আমরা নষ্ট হতে দিতে পারি না
শত শত বোনের ইজ্জত লুণ্ঠন
ব্যর্থ হতে দিতে পারি না
শত শত শিশুর নোনা চিৎকার
অর্থহীন করে তুলতে পারি না
শত শত মানুষের রোনাজারি
ধূলায় লুটিয়ে দিতে পারি না
শত শত বোনের বিধবা হওয়া
প্রতিশোধ না নিয়ে ছেড়ে দিতে পারি না ।

যারা আমার বুকের উপর
বছরের পর বছর বন্দুক ধরে রেখেছে
যারা আমার মাথার উপর
স্টেনগান তাক করে রেখেছে
যারা আমার কণ্ঠার উপর
বর্শার তীক্ষ্ণ ফলা বিদ্ধ করে দিয়েছে
যারা আমার বোনকে ধর্ষণ করেছে
যারা আমার মায়ের আব্রু কেড়ে নিয়েছে
যারা আমার বাবার স্বপ্নকে
ভেঙে খান খান করে দিয়েছে
যারা আমার স্ত্রীর সম্ভ্রম কেড়ে নিয়েছে
যারা আমার শিশুর মানবাধিকার
পায়ের তলায় পিষ্ট করেছে
যারা আমার দেশনেত্রিকে
কারাগারে নিক্ষেপ করেছে
যারা আমার দেশের সূর্যসন্তানদের
ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে
তাদেরকে এ ভুখণ্ড থেকে বের না করে
আমি ঘুমাতে পারি না।

যারা আদালতকে হাতের মোয়া বানায়
যারা স্বাধীনতার ঘোষক নিয়ে চিনিমিনি খেলে
যারা আমার ইতিহাসকে বিকৃত করে
সাংবাদিকদের বানায় প্রতারক
সচিবকে বানায় চাটুকার
শিক্ষককে বানায় দলীয় চামচা
পুলিশকে বানায় হাতের ক্রিড়ানক
সশস্ত্র বাহিনীকে বানায় বেশ্যার দালাল
যারা আইনের শাসনকে নির্বাসনে পাঠায়
ঘটায় বিচারিক হত্যাকাণ্ড
যারা মানুষের রক্ত দিয়ে হোলি খেলে
মানুষের মস্তক দিয়ে বানায় বিভৎস সৌধ
যারা ধ্বংস করে চলেছে আমার দেশের
সার্বভৌমত্ব ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা
যারা আমার সংস্কৃতির আকাশকে করেছে বিষাক্ত
তাদের বিষ দাঁত না ভেঙে
আমি রাজপথ ছেড়ে বাসায় যেতে পারি না।

যারা মুসার মলদ্বার দিয়ে হান্টার ঢুকিয়ে হত্যা করে
যারা বুশরার যৌনিতে বাঁশ ঢুকিয়ে বিভৎসভাবে খুন করে
যারা তনুকে ধর্ষণ করে লাশ গুম করে
যারা রাজনকে হত্যা ক'রে সরকারি সহায়তায় দেশ থেকে
পালিয়ে যায়
যারা রানা প্লাজায় জনগণের মৃত্যুকুপ খনন করে
যারা আমার বিড়িয়ারকে ধ্বংস করে

যারা খাদিজাকে কুপিয়ে কুপিয়ে পৈশাচিক উল্লাস করে
যারা বিশ্বজিৎকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে উৎসবে মাতে
যারা আবু বকরকে লাশ করে বাড়িতে পাঠায়
যারা ধর্ষণের সেঞ্চুরি উদযাপন করে মহা সমারোহে
যারা পিটিয়ে পিটিয়ে মানুষের মগজ বের করে দেয়
যারা মানুষ মেরে লাশের উপর উদ্দাম নৃত্য করে
যারা গুম-খুনের রাজত্য কায়েম করে
তাদেরকে এ মাটি থেকে উৎখাত না করে
আমি শ্রান্তিতে অবকাশ যাপন করতে পারি না।

আমার শেয়ার বাজার যারা ধ্বংস করেছে
আমার সোনালি ব্যাংক যারা ধ্বংস করেছে
আমার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে যারা পর্যুদস্ত করে
যারা হলমামার্ক কেলেঙ্কারি ঘটায়
যারা দেশের উন্নয়নশীল খাতকে ধ্বংস করে
যারা আমার বন্দরকে অন্য দেশের হাতে তুলে দেয়
যারা শান্তি চুক্তির নামে সন্তুলারমাকে বাঙালি হত্যার
লাইসেন্স প্রদান করে
যারা আমার সুন্দরবনকে নষ্ট করে
যারা আমার কয়লা চুরি করে নিয়ে যায়
যারা আমার কুলাউড়া পাহাড়ে অপর দেশকে
আধিপত্য বিস্তারে সুযোগ করে দেয়
যারা আমার ছিটমহলকে অন্যের হাতে তুলে দেয়
যারা দক্ষিণ তালপট্টির অস্তিত্ব অস্বীকার করে
যারা অন্য দেশের কথায় উঠ-বস করে
তাদের কালো হাত না ভেঙে
বাংলার আকাশে
আমি শান্তির কপোত ওড়াতে পারি না ।

যে দল মুনাফিকের চাষ করে
যে দল তার ছাত্র সংগঠনকে ধর্ষক বানানোর প্রশিক্ষণ দেয়
যে দল মানুষ খুন করার নব নব কৌশল আবিষ্কার করে
যে দল মানুষের রক্ত দিয়ে মদ পান করে
যে দল মানবতাকে সভ্যতার অতল গহবরে পাঠায়
যে দল সত্য ও সুন্দরকে নির্বাসনে পাঠায়
যে দল সামাজিক নিরাপত্তাকে গঙ্গার জলে বিসর্জন দেয়
যে দল নিজ দেশের জলসীমাকে প্রতিবেশি দেশের হাতে
তুলে দেয়
যে দল নিজস্ব স্থলসীমা নিয়ে টালবাহানা করে
যে দল নিজস্ব কৃষ্টিকে বন্ধক দেয় প্রতিবেশি রাষ্ট্রের কাছে

যে দল মানবতার জন্য জঘণ্য, বিভৎস ও ভয়ঙ্কর
সে দলকে বাংলার মাটিতে কবর না দিয়ে
আমি আমার রক্তের সঙ্গে প্রতারণা করতে পারি না ।

বাংলার প্রতিটি খোলা প্রান্তরে হবে সে দলের উন্মুক্ত বিচার
সেখানে কোনো আদালতের বিচারক থাকবে না
বাংলার প্রতিটি দেশপ্রেমিক জনতা হবে সেখানে বিচারক
সেখানে রায় দেয়ার পর
রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের কোনো সুযোগ থাকবে না
রায় দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা কার্যকর করা হবে
খোলা মাঠে জনতার রায় জনতাই কার্যকর করবে
জন সম্মুখে ফাঁসির দড়িতে ঝোলানো হবে তাদের
মৃত্যুর পর তাদের লাশ শিয়াল কুকুরকে খুবলে
খুবলে খেতে দেয়া হবে
শিয়াল কুকুর যদি ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করে
তবে বাংলার মানুষের সুন্দর কবরে তাদের স্থান হবে না
বাংলার প্রতিটি ডাস্টবিন হবে তাদের কবর
বাংলার প্রতিটি ভাগাড় হবে তাদের কবর
বাংলার প্রতিটি নর্দমার স্তুপ হবে তাদের কবর
বাংলার প্রতিটি আবর্জনার পুকুর হবে তাদের কবর
বাংলার মানুষের বর্জ্য ফেলার গর্ত হবে তাদের কবর।

হে তরুণ, হে যুবক
তুমি কি দেখছো না তোমার দেশের হাল হকিকত
তুমি কি দেখছো না জালেমের উৎপাত
তুমি কি দেখছো না হায়েনার যুগল উল্লাস
তুমি কি দেখছোনা তোমার ভাইয়ের বুলেট বিদ্ধ লাশ
তুমি কি দেখছো না কাঁটাতারে ঝুলে আছে তোমার বোন
তুমি কি দেখছো না তোমার জাতির অধপতন
তুমি কি দেখছো না দেশ বিক্রির ষড়যন্ত্র
তুমি কি ভুলে গেছো কাশ্মিরের ইতিহাস
তুমি কি ভুলে গেছো হায়দারাবাদ আর সিকিমের পরিণতি
তুমি কি ভুলে গেছো আধিপত্যবাদীদের কূটকৌশল।
তুমি কি ভুলে গেছো ফারাক্কার করাল গ্রাস
তুমি কি ভুলে গেছো তোমার নদী ধ্বংসের কাহিনী
তুমি কি দেখছো না টিপাইমুখ নিয়ে বিভীষণের কূটনামি
যদি দেখে থাকো
যদি জেনে থাকো নষ্টদের ইতিহাস
তবে কেন তুমি জ্বলে উঠবে না
কেন তুমি আগুন জ্বালবে না

কেন তুমি রুষে উঠবে না
কেন ঘৃণার বান নিক্ষেপ করবে না
কেন দেশ রক্ষার লড়াইয়ে সামিল হবে না ?

হে বাংলার কৃষক
বাংলার মুটে, বাংলার মালি
বাংলার শ্রমজীবী পেশাজীবী মেহনতি জনতা
হে বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা
জাগো, জেসে ওঠো
চেয়ে দেখো অসহায় মানুষের আর্তনাদ
যারা জালিম জনপদ থেকে বের হওয়ার জন্য
ফরিয়াদ করছে তাদের রবের কাছে
তুমি কি তাদের সহায় হবে না
তুমি কি তাদের পাশে বল হয়ে দাঁড়াবে না
তুমি কি শোষকের শাসনদণ্ড ভাঙবে না
তুমি কি তাদের মুক্তি দেবে না
তবে আর ভয় কেন
এসো উপড়ে ফেলি গোখরোর বিষ দাঁত
ভেঙে ফেলি জালিমের মসনদ
উড়িয়ে দেই সালতানাতের দাম্ভিক চূড়া
ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করি দেশদ্রোহীদের
চট্টগ্রামের পাহাড়ে পুঁতে ফেলি ধর্ষকদের
বানের জ্বলে ভাসিয়ে দেই লম্পট রাজনীতিবিদদের
চাকতাই খালে নিক্ষেপ করি
মানবের আলখেলায় আবৃত লম্পট ও বিভৎস হায়েনাদের।

দেশের প্রতিটি প্রান্তর থেকে স্লোগান তুলো স্বৈরাচার পতনের
দেশের প্রতিটি জনপদ থেকে মিছিল করো বাকশাল পতনের
দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে গর্জে ওঠো অন্যায়ের বিরুদ্ধে
দেশের প্রতিটি মহল্লা থেকে সম্মিলিত হও গুমের বিরুদ্ধে
দেশের প্রতিটি গ্রাম থেকে জেসে ওঠো খুনের বিরুদ্ধে
দেশের প্রতিটি থানা থেকে আগুন জ্বালো নষ্টদের আস্তানায়
দেশের প্রতিটি জেলা থেকে প্রতিহত করো জুলুমবাজদের
দেশের প্রতিটি বিভাসে অবাঞ্চিত ঘোষণা করো পরদেশের চরদের
রাজধানীর বুক থেকে তাদের অস্তিত্ব বিলীন করে দাও
বিলীন করে দাও অমানুষদের, মানবিক আঙিনা থেকে।
তারপর সেখানে গড়ে তোলো স্বপ্নের সৌধ
সেখানে স্থাপন করো সুন্দরের ভাস্কর্য
সেখানে উড়িয়ে দাও শান্তির পায়রা
সেখানে উত্তোলন করো মুক্তির পতাকা।

স্বৈরাচার গেলো কৈ

নবারুণ আচার্য

হৈ হৈ রৈ রৈ- স্বৈরাচার গেলো কৈ!

দানবীয় শোষক শাসক শয়তান
বাকশালীহাঁকডাকে করে জয়গান!

রক্তপানে মুজিব কোট আজ লাল
মাঝ নদীতে নৌকার ছিঁড়ে গেছে পাল।

দুঃশাসনে রক্তে ভেজা দশটি বছর
বিদেশ পাচার করে ওরা টাকার বহর।

ব্যাংক ডাকাতি মানুষ খুনের ওস্তাদ
আজ জনতার জীবন হলো বরবাদ।

আওয়ামী যুগ মানে অধিকার হরণ
সন্ত্রাসে জনপদ আজ রক্তের বরণ।

আজ তাই জেগেছে জনতার মিছিল
নিশ্চয় ফিরে আসবে মুক্তির আবাবিল।

তিরিশ তারিখ লড়বো এবার হবে যুদ্ধ
বিজয় মিছিল শেষে দেশটা হবে শুদ্ধ।